লাভজনক করতে উদ্যোগ নিন

bonikbarta.net/bangla/news/2016-11-30/96970/লাভজনক-করতে-উদ্যোগ-নিন

সম্পাদকীয়

নাজুক অবস্থায় চট্টগ্রামে বিসিআইসির ৬ কারখানা

২১:৩৬:০০ মিনিট, নভেম্বর ৩০, ২০১৬

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানা একসময় দাপটের সঙ্গে পরিচালিত হলেও বর্তমানে এগুলোর অবস্থা নাজুক। গতকাল বণিক বার্তায় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সার, শিক্ষা উপকরণ, কাগজ ছাড়াও কাচ, ওষুধ ও রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তৈরিতে এগিয়ে থাকা বিসিআইসির সিংহভাগ কারখানা এখন বন্ধের পথে। সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গাফিলতি, অদক্ষতা, তদারকির অভাব ও দুর্নীতিকে কারখানাগুলোর বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা এবং পুরনো হওয়ার কারণে উৎপাদনগত সমস্যায় পড়েছে কারখানাগুলো। বিসিআইসির প্রতিটি কারখানা একসময় ছিল লাভজনক। কিন্তু বেসরকারি কোম্পানিগুলো অত্যাধুনিক শিল্প-কারখানা গড়ে তুললে সেসব কারখানার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারেনি বিসিআইসির প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে না পেরে অনেক প্রতিষ্ঠানকে লোকসান দিতে হয়েছে। এ অবস্থায় কারখানাগুলো দ্রুত সংস্কারসহ লাভজনক ও যুগোপযোগী করতে আধুনিকায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারও বাড়াতে হবে।

কোন কারখানা কী কারণে লোকসান গুনছে, তা চিহ্নিতপূর্বক দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা চাই। বিআইসির কারখানাগুলোর বর্তমান অবস্থার কারণ সম্পর্কে কমবেশি সবাই অবগত। কিন্তু উদ্যোগের অভাবে তা দূর করা যাচ্ছে না। তাছাড়া এখন পর্যালোচনা করে দেখতে হবে, এসব কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে থাকার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। বেসরকারি খাত একই শিল্প পরিচালনা করে লাভ করলে বিসিআইসি কেন করতে পারছে না, তাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিসিআইসির একেক কারখানা একেক সমস্যায় জর্জরিত। কোনোটির যন্ত্রপাতির সমস্যা, কোনোটির আবার ব্যয় বেশি। সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কারখানার জন্য ভিন্ন উদ্যোগের প্রয়োজন পড়বে। সরকার ইচ্ছা করলে বিসিআইসির অন্তর্ভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে পারে, যার কাজ হবে কারখানা পরিদর্শনপূর্বক সরকারকে সঠিক পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ করা। সরকার সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংস্কার অথবা বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ নেবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ২১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঋণখেলাপির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বিসিআইসি। সরকারকে এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কারখানাগুলোকে সাধারণত ১৫ বছর পর পর সংস্কার করতে হয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এ কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সংস্কারের লক্ষ্যে তিন বছর আগে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করলেও তা আলোর মুখ দেখেনি এখনো। কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন হলেও তা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে না পারলে অপচয় কমবে না। সরকার এসব প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি দিচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছেও প্রতিষ্ঠানগুলোর দায় দিন দিন বেড়ে চলছে। এসব সংস্থার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যর্থতার দুর্নামের ভাগীদার হচ্ছে। অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করা গেলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের এ সংস্থাগুলোকে লাভজনক করা সম্ভব।